R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১লা আগষ্ট, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

বি, ডি, ও এবং অঞ্চল প্রধানের ইষ্টককাণ্ড
ক্র্যাশ স্কীমের ইঁটে নিজের বাড়ীর নর্দ্দমা তৈরী

সাগরদীঘি, ২৭শে জুলাই—ক্র্যাশ স্কীম কেলেঙ্কারী ক্রমশঃই ফুলে ফেঁপে উঠছে। কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ, অঞ্চল প্রধান ডাঃ বদরুল হক ক্র্যাশ স্কীমের ১৭৫ খানা ইট (তার মধ্যে বি, ডি, ও'এস ছাড়াও এম, এন, ডি এবং এন, ও, আই নামাঙ্কিত ইঁট আছে) দিয়ে তাঁর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে প্রায় দশ হাত দীর্ঘ একটি নর্দ্দমা তৈরী করান। বি, ডি, ও ঐ নর্দ্দমা তৈরীর জন্য ডাঃ হককে নাকি অনুমতি দেন এবং নর্দ্দমা সংলগ্ন প্রায় ২০ হাত দীর্ঘ একটি রাস্তা ঐ স্কীমের ইঁট দিয়ে তৈরীর জন্য সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ারকে মৌখিক নির্দ্দেশ দেন। তাঁর নির্দ্দেশমত রাস্তায় প্রায় ১২৭০ খানা ইঁট ফেলা হয়। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে একজন যুবক এ ব্যাপারে বি, ডি, ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি হকচকিয়ে যান এবং জানান যে সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ার নিজের ইচ্ছামত এই কাণ্ডটি করেছেন। ঐ যুবক তখন বি, ডি, ও-র কাছে জানতে চান যে, তাঁর মত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের অজ্ঞাতে একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী কিভাবে এই কাজ করতে পারেন? বি, ডি, ও এই প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ১৭৫ খানা ইঁটের দাম ডাঃ হক দিয়ে দেবেন এবং ঐ রাস্তার ১২৭০ খানা ইঁট তুলে নেওয়া হবে। অপর দিকে বি, ডি, ও-র উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে সংশ্লিষ্ট সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, বি, ডি, ও-র মৌখিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি এই কাজ করেছেন। এখন কার কথা ধোপে টিকবে, বি, ডি, ও-র না, সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ারের?

একদিকে যখন প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে রাস্তার গর্ত বন্ধ করা হচ্ছে না, সদ্যসমাপ্ত ক্র্যাশ স্কীমের রাস্তার দুই পাশের নর্দ্দমা তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না, রাস্তা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী উঁচু করার ফলে যখন অনেকের বাড়ীতে জল ঢুকছে তখন অঞ্চল প্রধান এবং বি, ডি, ও কেন ঐ স্কীমের ইঁট নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, জনসাধারণ বুঝে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া ক্র্যাশ স্কীমের ইঁটের মূল্য বি, ডি, ও অঞ্চল প্রধানের কাছ থেকে কোন্ সরকারী নির্দ্দেশবলে নেবেন তাও সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না।

॥ হাসপাতাল আর খাটাল ॥

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এবারে ঠিক করেছেন, জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের রোগীদের ভেজাল দুধ খাওয়াবেন না। তাই হাসপাতালের সংক্রামক ওয়ার্ডের পাশেই একটি খাটাল তৈরী করা হয়েছে। তাতে যে প্রয়োজনীয় সব দুধ পাওয়া যায় এ কথা বলা যাবে না কেন না বাইরে থেকে টিনে করে এখনও দুধ আসতে দেখা যায়। তবে সংক্রামক ওয়ার্ডের পাশে খাটাল হওয়াতে ঐ ওয়ার্ডের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে তা সাধারণের মুখে মুখে চারিদিকে রটছে। কিন্তু জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খাটালের প্রতি খুবই সহানুভূতি দেখিয়েছেন কেন না হাসপাতালেরই দুটো ত্রিপল, কয়েকখানি করগেট টিন, একখানি খাট খাটালের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

মেরিণ বিভাগের কর্ম্মীদের কর্ম্ম-শৈথিল্যে এক কোটি টাকা জলে গেল

ফরাক্কা, ২৪শে জুলাই—আজ এখানে বেলা ১০-৩০ মিঃ ফরাক্কা ব্যারেজের তিনটি লঞ্চ, চারটি বার্জ এবং দুটি পলটুন গঙ্গাগর্ভে ডুবে যায়। গঙ্গার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। গঙ্গার জলস্ফীতির পূর্ব্ব সংকেত যথারীতি দেওয়া ছিল বলে প্রকাশ। সরকারী নিয়ম লঞ্চে সব সময়ের জন্য কর্ত্তব্যরত লোক থাকবেন। সংকেতের বিষয়ে মেরিণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অবহিত থাকার কথা। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কর্ত্তব্যরত কর্মচারী যথারীতি থাকলে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পেত না। যদি কর্ত্তব্যরত কর্মী সেখানে ছিলেন তবে তাঁরা এ দুর্ঘটনা এড়াবার কি চেষ্টা করেছিলেন—এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন। দেশের সম্পদ এ ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ।

বন্‌ধের দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক
সি, পি, এম সমর্থক গ্রেপ্তার

২৭শে জুলাই এর বাংলা বন্‌ধ শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক। ট্রেণ, বাস চলেছে, দোকান-পাট, বাজার, সিনেমা, সরকারী অফিস এবং স্কুল-কলেজ চলেছে। দু'এক স্থানে দোকান বন্ধ নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সাথে ব্যবসায়ীদের বাক্‌বিতণ্ডা ছাড়া কোথাও কোন বড় রকমের গণ্ডগোল হয়নি। অফিসগুলিতে হাজিরাও যথারীতি হয়। পুলিশ সব জায়গায় টহল দিয়ে বেড়িয়েছে। যতটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় মহকুমার সর্ব্বত্র বন্‌ধ স্বার্থক হয়নি। এ ব্যাপারে জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন—"আগে বন্‌ধে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতাম ভয়ে, আজ খোলা রেখেছি সেই একই ভয়ে।"

বন্‌ধের আগের দিন সাগরদীঘির সি, পি, এম-এর সক্রিয় সদস্য এবং সাগরদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াসুদ্দিন মির্জা গ্রেপ্তার হন। শ্রীমির্জাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৭, ৩৩৭ এবং ৩৫৪ ধারা অনুসারে আটক করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বন্‌ধ প্রতিরোধের অঙ্গ হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্মীদের নয়া-কানুনে জনজীবন বিপর্য্যস্ত

সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার কর্মীরা পাইকারী হারে অচল বলে নোট নেয়া বন্ধ করেছেন। ব্যাঙ্ক কর্মীদের বক্তব্য—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশেই নাকি তাঁরা ময়লা, তেললাগা ও অল্প-স্বল্প ছেঁড়া নোট আর নেবেন না। অবশ্য এই নির্দ্দেশের অনুলিপি ব্যাঙ্কের বোর্ডে টাঙান নাই। প্রতিদিন বহু নোট অচল বলে ফেরত দেয়ায় জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন ও নোট সম্বন্ধে এ অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে এই বিভীষিকার হাত হতে জনসাধারণকে মুক্তি দিন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ ক্যানসারের ক্ষত ॥

গত ২৭শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বহু বিঘোষিত 'বাংলা বন্‌ধ' হইয়া গেল। বন্‌ধের পক্ষদল এবং শাসকদল যথাক্রমে সফলতা ও ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বন্‌ধ সমর্থক পক্ষ জানাইয়াছেন বর্তমান সরকারের শাসন ও প্রজাপালনের কর্তব্যচ্যুতি ও চরম ব্যর্থতায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে বন্‌ধ পালনের অভূতপূর্ব সাড়া; অপরপক্ষে সরকারপক্ষ জানাইয়াছেন জনগণকে অভিনন্দন যেহেতু তাঁহারা এই বন্‌ধের ডাকে সাড়া দেন নাই; কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে করিয়াছেন; অফিস-আদালত; স্কুল-কলেজ, যানবাহন সর্ব্বত্র যথারীতি কর্ম্মযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাল, তবে বন্‌ধের দিনের আয়ের অঙ্ক জানিতে পারিলে ভাল হয়। আর কেনই বা 'পীক্ আওয়ারে' সন্ধ্যা ৭টার দিকে কলিকাতায় ট্রাম-বাস তুলিয়া লওয়া হয়?

তবে উভয় পক্ষের দাবিকে হিসাব করিলে দেখা যায়, কোনটি পুরাপুরি ঠিক নহে। অঞ্চল বিশেষে বন্‌ধ পালিত হইয়াছে; আবার কোথাও তাহা আদৌ হয় নাই। এই অবস্থা কেন হইয়াছে, কেন জনগণ সর্ব্বত্র সামিল হইতে পারেন নাই, কেন বন্‌ধ আগের মত সাড়া জাগাইতে পারিল না, তাহার একমাত্র উত্তর এই যে, দুরারোগ্য ক্যানসার আজ চিকিৎসার বাহিরে; চিকিৎসকদের ক্ষমতার নাগালে ইহা নাই। জনগণের অশেষ দুর্গতি-ভোগান্তি শাশ্বতরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বন্‌ধের প্রস্তুতিপর্ব্বটি লক্ষণীয়। শাসকপক্ষ যথারীতি ইহার অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে দেশের সমস্যায় জনগণের কর্তব্যবোধের উল্লেখ করিতে যেমন ত্রুটি করেন নাই, তেমনি ক্ষমতায় আসীন বলিয়া ক্ষমতার ব্যবহার করিবার আয়োজনেরও ত্রুটি রাখেন নাই। বন্‌ধ বন্ধ করিবার সুবিপুল কর্ম্মতৎপরতার একটি ভগ্নাংশও যদি আজিকার অসহনীয় অবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইত, মঙ্গলের উষালোক দেখা যাইত। বন্‌ধ পালনের বিরোধী অভিযানে স্থানীয়ভাবে যে সব মিছিল বাহির হইয়াছিল, তাহাতে 'গ্রামে-শহরে বন্‌ধ হলে ধোলাই হবে, পেটাই হবে,' দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে তবু বন্‌ধ চলিবে না—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যবিন্যাস শ্লোগানের রূপ পরিগ্রহ করে যাহা মার্জিতরুচির পরিপন্থী। বামপন্থী বলিতে যাহা বুঝি, আজ তাহার অভাব আছে। সর্ব্বাত্মক বিপ্লবী মন চমকলাগান কোন ঘটনার দ্বারা গঠন করা যায় বলিয়া মনে হয় না; ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। চীন-ভিয়েতনাম তাহার প্রমাণ। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের ব্যবস্থায় সে সচেতনতা আসে না।

॥ দ্বন্দ্ববিমোচন-বচন ॥

কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও উহার ক্রম পরিণতিতে উদ্বেগ বোধ করিয়া কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্যনির্বাহক কমিটি দিনকয়েক আগে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া বিভিন্ন কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেন।

বলা হইয়াছে, ক) দেশের নানা সমস্যায় ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলার প্রয়োজন। ১৯৪৭ সাল হইতে ইহা শ্রুত হইলেও নূতন করিয়া বলায় দল বুঝি চাঙ্গা হইবেন? খ) দলাদলি কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করিয়াছে। ইহাতে সন্দেহের বিন্দু-মাত্র অবকাশ নাই। গ) বৈঠকে সভাপতি শ্রীমতী গান্ধী মাঠে ও কারখানায় উৎপাদন জোরদার করিবার কথা বলেন। সার ও সেচের অভাব এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি অগৌণে সে উদ্দেশ্যের সমাধি রচনা করিবে। ঘ) কংগ্রেসের উপদলভিত্তিক কাজকর্ম বন্ধ করিতে হইবে এবং তাই ঐক্যবদ্ধ কাজের প্রয়োজন। অব্যয়ীভাব সমাসের 'উপ' অব্যয়টি ক্ষেত্রবিশেষে মধুর। 'ঐক্য' বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ পুস্তকে পরিদৃষ্ট প্রারম্ভিক শব্দ মাত্র। এখন স্বার্থের বলে বহুর অনলে একের আহুতি। ঙ) আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া সাহসের সঙ্গে বিরোধীদের প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। কর্মযজ্ঞে না বাগ্‌জাল বিস্তারে উল্লেখ করা হয় নাই। চ) সদস্যদের ক্ষোভ (যদি থাকে) প্রকাশ্যে না বলিয়া উপনেতাকে বলিতে হইবে। নেতৃবিকেন্দ্রী-করণে উপনেতৃত্বের লড়াই বাধিবে কিনা কে জানে?

প্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দৈত্যের মুখব্যাদান

এবারও এধারে এসেছিল খরার হুমকি। মাঠে মাঠে ফুটিফাটা মাটিতে তৃষ্ণার উষ্ণ শ্বাস। বাগরি ধানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। রাঢ় অঞ্চলে রোয়া ধান ছটফট করছিল, বেশির ভাগ মাঠে শ্যামলতার জন্যে হাহাকার চলছিল। প্রার্থনায় আকুল মানুষ হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। অবশেষে পর্জন্যদেব বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। দিনকয়েক থেকে 'শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিছে রাগিনী'। মাঠের কাজে নেমেছে চাষী, মুখে ফিরে এসেছে হাসি, যে হাসি সকল দৈন্য-দুর্দশাকে তুচ্ছ করে দিতে পারে। ছাতিফাটা তেষ্টায় অনেক স্থলে বাগরি-ধানের শীষ পুষ্ট হতে পারল না। এখনকার বৃষ্টি তাদের কাছে ততটা কার্যকরী হতে পারেনি। তবুও মোটামুটি-ভাবে এখন পর্যন্ত টাল সামলে নেবার মত পরিস্থিতি এসেছে। তবু এখনও কোন কোন জেলায় খরা পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে।

'যে ফুল না ফুটিতে.....'

গত ২৭শে জুলাই ডাউন বারহারোয়া—কাটোয়া লোক্যাল ট্রেণের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্থানীয় এ্যাডভোকেট শ্রীগৌরীশঙ্কর দাসের পুত্র স্বপনকুমার দাস আত্মহত্যা করে। স্বপন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ (কলা) শ্রেণীর ছাত্র। আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ডাক্তারের কর্ত্তব্যবোধ

মহাশয়, আমি সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রামমোহন মণ্ডলের কর্ত্তব্যবোধের একটি তথ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনার দপ্তরে পাঠালাম। পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

গত ২১শে জুলাই আমার ভগ্নী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পাড়ার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাকে নিয়ে আমি বৈকাল পাঁচটা নাগাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই। ঐ সময় সেখানে কোন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি যে, সেকেণ্ড মেডিক্যাল অফিসার ছুটিতে আছেন এবং ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রামমোহন মণ্ডল একজন বে-সরকারী লোককে সঙ্গে নিয়ে ফ্যামেলী প্ল্যানিং-এর গাড়ী করে মোরগ্রামে তাঁর একজন মক্কেলের বাড়ী গিয়েছেন থানাপিনা করতে। আমি তখন বাধ্য হয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিষ্টকে ডেকে আমার ভগ্নীকে দেখাই এবং তিনি সাময়িক উপশমের জন্য একটি ইনজেকশন দেন। কিন্তু তার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যেতে থাকলে নিরুপায়ভাবে আমি থানা এবং ডাকঘর থেকে ফোনে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিককে সমস্ত ঘটনা জানাই এবং রোগিণীকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তির জন্য এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে অনুরোধ করি। রাত্রি ৯টা নাগাদ এ্যাম্বুলেন্স এসে পৌছায় এবং ইতিমধ্যে ডাঃ মণ্ডলও থানাপিনা সেরে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর পুত্র মারফৎ সংবাদ পেয়ে ঠিক ঐ সময় এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, "তোমরা লিখে দাও যে ডাক্তারবাবু এতক্ষণ হাসপাতালেই ছিলেন এবং রোগিণীর চিকিৎসা করছিলেন।" আমি এই নির্জ্জলা মিথ্যে কথাটা লিখে না দেওয়ায় এবং প্রতিবাদ করায় তিনি আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং চ্যালেঞ্জ জানান। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে রোগিণীকে এ্যাম্বুলেন্সযোগে বহরমপুর পাঠিয়ে দিই।

ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার প্রশ্ন এই যে, ঐদিন সেকেণ্ড মেডিক্যাল অফিসার ছুটিতে থাকা সত্ত্বেও ডাঃ মণ্ডল কোন কর্ত্তব্যবোধের দৃষ্টান্তস্বরূপ দীর্ঘ চার ঘণ্টা অনুপস্থিত ছিলেন? ব্যক্তিগত কাজে একজন বে-সরকারী লোককে সঙ্গে নিয়ে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতিই বা তাঁকে কে দিয়েছেন? মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তদন্তসাপেক্ষে জবাব দেবেন কি?

—শ্রীরামচন্দ্র দাস, সাগরদীঘি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ চলতি সংখ্যায় 'পুরাতনী বন্ধ থাকল।

—সঃ জঃ সঃ

যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন না—

(১) ধরণীধর ঘোষ

গত ৬ই মে জেলার ৫৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তাম্রপত্র প্রদান করা হল। তাঁদের মধ্যে এমন একজন আছেন যিনি গ্রেপ্তার বরণ করেও ইংরাজ সরকারের কাছে বণ্ড লিখে দিয়ে মুক্তিলাভ করেছিলেন। অথচ, যাঁরা তদানীন্তন সরকারের কাছে নির্যাতিত হয়েছেন, নিঃস্বও হয়েছেন তাঁরা তাম্রপত্র অথবা পেনশন কোনটিই পাননি। তাই তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ধারাবাহিক-ভাবে 'যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন না' শীর্ষক রচনায় প্রকাশ করা হবে। আজ শ্রীধরণীধর ঘোষের জীবনী প্রকাশিত হল। —স. জ. স

শ্রীধরণীধর ঘোষ (৬৫), সাং পোপাড়া, পোঃ সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ, ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য করে বারাসতে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ২ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঐ সালেই কারাবাস করার সময় ইংরেজ সরকার তাঁর সাগরদীঘি এলাকার ২৫০ বিঘা জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি নিলাম করেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবে পুনরায় তিনি সাগরদীঘিতে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এখন তাঁর বয়স হয়েছে, ভাগ্নে ছাড়া তাঁর উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। চাষবাস, সম্পত্তি নিজেই দেখাশুনা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাম্রপত্র এবং পেনশন দেবার কথা সরকারীভাবে ঘোষণার পর তিনি দিল্লীতে মিনিষ্ট্রি অফ হোম এ্যাফেয়ার্সে, কলকাতায় রাজ্য-সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে এবং বহরমপুরে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বহুবার আবেদন জানিয়েছেন। এখন পর্যন্ত 'তদন্ত চলছে' এই আশ্বাসবাণী ছাড়া তিনি আর কিছুই পাননি।

দুর্ঘটনা

ফরাক্কা ব্যারেজ—ফরাক্কা থানার ব্রাহ্মণগ্রামের কাছে জাতীয় সড়কের মোড় নেবার সময় সামরিক বিভাগের একটি মোটরগাড়ী উল্টিয়ে এক দরিদ্রার কুটিরের উপর পড়ে। কুটিরটি ভেঙ্গে যাওয়ায় অভ্যন্তরে শায়িতা জনৈকা স্ত্রীলোক চাল চাপা পড়ে আহত হয়। গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় আহত স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ই জুলাই।

ডেপুটেসন ভ্যাকান্সীতে একজন বি-এস-সি শিক্ষক চাই। ১১-৮-৭৩ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন।

সম্পাদক,
সেখালীপুর হাই স্কুল
পোঃ সেখালীপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

টেণ্ডার নোটীশ

মুখ্যস্বাস্থ্যাধিকারিক, মুর্শিদাবাদ, ইংরাজী ১৯৭৩ সালের ৯ই আগষ্ট হইতে ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কান্দি এবং লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের দুধ এবং দুধজাতদ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। ঠিকাদার মহাশয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি যেন দুধের শতকরা হিসাবে উল্লেখ করেন। বিশেষ বিবরণ সহ টেণ্ডার ফরম উক্ত অফিসে সপ্তাহের যে কোন কার্য্যদিনে বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত "২৩ মেডিকেল মিসেলিনিয়স্" এই খাতে ৫৲ পাঁচ টাকা ট্রেজারীতে জমা দিলে পাওয়া যাইবে।

উক্ত টেণ্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ইংরাজী ১৯৭৩ সালের ৭ই আগষ্ট বেলা ১১-৩০ মিনিট।

চীফ মেডিক্যাল অফিসার
২৩-৭-৭৩ অফ হেল্‌থ, মুর্শিদাবাদ

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

চালের দর আড়াই টাকা কিলো হল বাংলা বন্ধ দিনে।

—মুখ বন্ধ লাগি।

* * *

জনৈক ভদ্রলোক ছেঁড়া একশো টাকার নোট ১৯৭২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আজও টাকা পাননি।

—বাহাত্তুরে নোট বলে রিজার্ভ্‌ড্।

* * *

বিমান দুর্ঘটনার জন্যে ক্যাপ্টেন নায়ারের চাকরী গেল।

—চালক নায়ার চলবে না-আর(য়ার)।

* * *

কৃষিমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশের সিং চিনির দাম কমানো হবে না বলেছেন।

গুরু গরজায় শের—
চিনির মূল্যে হবে না রকম ফের।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বরাদ্দ বাদে একমুঠো চালও পশ্চিমবঙ্গকে দিতে চান না।

—মুষ্টিদান ত বরাদ্দ বাদেই হয়ে থাকে।

* * *

মৎপুত্র হাবাবিরচিত ভুষি-কীর্তন ঃ

ভুষিতে তুষিতে গোয়েন্দা ঘুষিতে
প্রভু-হৃদি তাহে না ভরে খুশীতে।
খেল কতজনে দ্বিধাহীন মনে
নেহারিছ শুধু অরুণ-নয়নে॥

NOTICE

Sealed tenders are invited by the District Family Planning Officer, Murshidabad for 1973-74 from the reliable press for supplying some forms. The detail specifications and particulars in this regard will be available from the office of the District Family Planning Officer, Murshidabad on any week days between 12 noon to 4 P. M, from the date of publication of the notice by the local papers.

The last date of submission of tender is 7. 8. 1973.

An up-to-date sale tax and income tax clearance certificate should be accompanied with the tender.

The undersigned reserves the right to reject or to accept any tender without assigning any reason there of. The rates should be quoted ex-godown rate and no extra delivery charge will be allowed. The earnest money of 2% of the estimated value should be deposited in the local treasury under the head R. D. pledged to the D. F. P. O. Murshidabad and the receipted chalan should in variably be enclosed with the tender.

District Family Planning Officer,
Murshidabad.

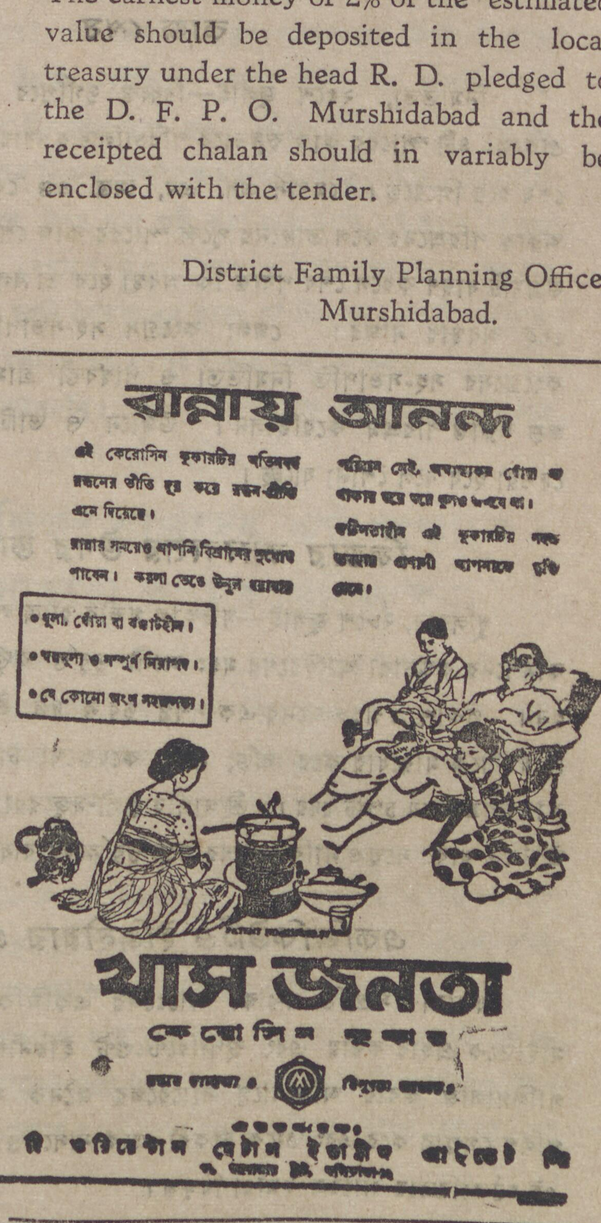

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

তিনজন ডাকাত, একজন জি, আর ডিলার গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২৫শে জুলাই—গতকাল পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে আবদুল আলিম, মুক্তার সেখ এবং আবুল মর্জেম নামে তিনজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। ইতিপূর্বে ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল এবং কয়েকটি ডাকাতির অভিযোগে "ঘোষিত অপরাধী" বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৭১-৭২ সালে শরণার্থী ত্রাণের সময় প্রায় দেড় হাজার টাকার খাদ্যশস্য তছরুপের অভিযোগে পুলিশ ছামুগ্রামের জি, আর ডিলার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীকে আজ গ্রেপ্তার করে। এনফোর্সমেণ্ট শাখার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে শ্রীব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঐ সময় তিনি একটি ক্যাম্পের শরণার্থীদের খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য জি, আর ডিলার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে দেড় হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য তছরুপের অভিযোগ প্রমাণিত হলে মহকুমা-শাসক ঐ পরিমাণ টাকা সরকারের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যাঙ্কে জমা দেবার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু তিনি সেই নির্দ্দেশ মানেননি।

দুর্গাপুরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পে ৪টী স্পারের কাজ শেষ

নিমতিতা, ২৫শে জুলাই—বিধ্বস্ত দুর্গাপুরে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের ৪টী স্পারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ায় এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। মেসার্স এস, এন, মিত্র এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভাঙ্গনের পূর্ব্বে স্পারের কাজ শেষ হয়েছে। কীর্ত্তিনাশা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করলে শেষ পর্য্যন্ত কি অবস্থা হবে তা বলা কঠিন। বিক্রমপুর সেই অবস্থার নজির। জেলা কংগ্রেস সহ-সভাপতি ও সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিমতিতা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি বাঁচাতে স্পারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। উজানে ও ভাটিতে আরও ৪টী স্পার দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

ফিডার ক্যানেলের উপর ডাকাতি

ধুলিয়ান, ২৮শে জুলাই—গতকাল গভীর রাত্রে লস্করপুর ফিডার ক্যানেল কমিশনের কর্ম্মচারী আহিরণের মহঃ আলী দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক গুরুতরভাবে জখম হন। প্রকাশ, ১৭।১৮ জনের এক সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দল শ্রীআলীর তাঁবুতে হানা দিয়ে তাঁকে মারধোর করে ঘড়ি, নগদ কয়েকশো টাকা ও দরকারী কিছু কাগজপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। শ্রীআলীর কুলী-মজুরেরা ঘটনাস্থলের আশেপাশে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নাকি প্রাণের ভয়ে দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে সক্ষম হয়নি।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার প্রহৃত

ফরাক্কা—সম্প্রতি ফরাক্কা ব্যারেজের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মাইতিকে প্রহার করায় এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে ব্যারেজের জনৈক কর্মী গোপাল ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাকে চাকরী থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। শ্রীঘোষের এই হঠকারিতায় ব্যারেজ কর্মীরা বিক্ষুব্ধ।

Wanted a B. Sc. Asstt. teacher in dep. vac. (for P. G. B. T.) for Bangabari High School, P.O Gangin, Dist. Murshidabad. Please appear for interview on 7. 8. 73 at 1 P. M. with application and original certificates.

31. 7. 73 N. Sinha, Headmaster.

চৌর্যে জেনানা জমানা

ফরাক্কা-ব্যারেজ—জাতীয় সড়ক দিয়ে চলমান ট্রাক থেকে চুরি যাওয়া গোলমরিচের সন্ধান চালাতে গিয়ে এখানকার পুলিশ ইমামনগর থেকে এক জেনানা চোরকে ধরে চালান দিয়েছে। তার বাড়ী থেকে দু'বস্তা চুরি যাওয়া গোলমরিচও উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, কোলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাবার সময় ইমামনগর গ্রামের কাছে কয়েক বস্তা গোলমরিচ খোয়া যায়, তার মূল্য প্রায় বারোশো টাকা। অন্যান্য আসামী পলাতক।

দোকান ও সংস্থা আইনে সাজা

বহরমপুর—স্থানীয় ইণ্ডিয়ান সিল্ক ষ্টোরের সেক্রেটারী শ্রীপুরীলাল বিশ্বাস ও ম্যানেজার শ্রীকুমুদরঞ্জন বিশ্বাস দোকান ও সংস্থা অফিসে মিথ্যা বিবরণী দাখিল করায় ও খাতাপত্রে নানা অসংগতি থাকায় দোকান পরিদর্শক মহাশয় ২১(১) ও ২১(২) ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় বহরমপুরের সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের প্রত্যেককে তিনশো টাকা হিসেবে জরিমানা করেন।

দোকান ও সংস্থা পরিদর্শক এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ কাশিমবাজার শাখার ম্যানেজার শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্রের বিরুদ্ধে নোটীশ না টাঙান, রেজিষ্ট্রেশন ও খাতাপত্র না রাখায় ৫(৩), ১৬ (১), ১৭ (১) ধারায় অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করায় বহরমপুর সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পনের টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

যমুনাথগঞ্জ পাণ্ডত-প্রেসে—শ্রীবনয়কুমার পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত